জাবি ক্যাম্পাসে জানুয়ারি মাসেই ঘটে ১০ দুর্ঘটনা

মোটরসাইকেল চলে বেপরোয়া

জাবি প্রতিনিধি
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ১২:০০ এএম | আপডেট: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
১১:০০ পিএম

advertisement

জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়ে (জাবি) অবৈধ মোটরসাইকেলের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। বিদেশ থেকে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা এসব গাড়ি বিশ^বিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে চলছে বেপরোয়া গতিতে। ফলে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ সড়কে বেড়েছে দুর্ঘটনা। অবিলম্বে নিয়ম করে এসব অবৈধ মোটরসাইকেল বন্ধের দাবি জানিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গেরুয়া এলাকা থেকে বন্ধুদের সঙ্গে ফিরছিলেন ৫১ ব্যাচের নবীন শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান। ভাসানী হল সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেল আঘাত করলে সড়কে ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারান তিনি। আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে সাভারের এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। এর আগে গত ২৯ জানুয়ারি রাতে নিজ হলে ফিরছিলেন ফার্র্মেসি বিভাগের শিক্ষার্থী মারিয়া মিম। শেখ হাসিনা হলের সামনে একটি বেপরোয়া মোটরসাইকেল পেছন থেকে তাকে ধাক্কা দেয়। এতে পায়ের দুটি হাড় ভেঙে যায় তার। তিনি এখন রাজধানীর গ্রিন লাইফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এভাবে গত জানুয়ারি মাসে বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেলের কারণে অন্তত ১০টি ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে।

advertisement

শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ সড়ক বিআরটিএর অধীনে না হওয়ায় এখানে সড়ক পরিবহনের নির্ধারিত আইন বাস্তবায়নের সুযোগ নেই। এই সুযোগে পাশর্^বর্তী দেশ থেকে আনা বর্ডার পাস বা টানা গাড়ি নিয়ে আসছেন শিক্ষার্থীরা। ক্যাম্পাসের নির্দিষ্ট কিছু সিন্ডিকেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করে এসব গাড়ি কেনেন তারা। মূলত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন বিজনেস গ্রুপে সিন্ডিকেটের সদস্যরা স্বল্প মূল্যে আকর্ষণীয় এসব গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। সে অনুযায়ী যোগাযোগ করে বিশ^বিদ্যালয় থেকে দূরবর্তী নির্দিষ্ট এলাকায় গিয়ে সরেজমিনে বাইক দেখে আসেন ক্রেতারা। ক্যাম্পাসের

advertisement 4

শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ এমন একটি রুট হলো বাইপাইল-পল্লী বিদ্যুৎ এলাকা। এখান থেকেই বেশির ভাগ চোরাই বাইক আসে বলে জানিয়েছে ক্রেতারা।

ফেসবুকে জাবি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রমের এমন একটি গ্রুপ ‘বাই এন্ড সেল জেইউ’। এ গ্রুপের মাধ্যমে সম্প্রতি বিজ্ঞাপন দেখে ১৫০ সিসি পালসার মোটরসাইকেল কিনেছেন সঞ্জয় সাহা। বাজারে যে বাইকটির দাম দুই লাখের কাছাকাছি, শুল্ক ফাঁকি দিয়ে তা পাওয়া গেছে মাত্র ৫৫ হাজার টাকায়। তেমনিভাবে অ্যাপাচি ৪০-৪৫ হাজার টাকায়, সুজুকি জিক্সার ৭০-৮০ হাজার টাকায়, আর ওয়ান ফাইভ মিলছে দেড় লাখের কাছাকাছি দামে। ক্যাম্পাসের প্রতিটি বাইকই এভাবে

প্রতিনিয়ত হাত-বদল হতে থাকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। সঞ্জয় জানান, বন্ধুদের সাথে ক্যাম্পাসের ভিতরেই ঘুরে বেড়ানোর জন্য বাইকটি নিয়েছেন তিনি। এটা দিয়ে বাইরে কোথাও গেলে পুলিশে ধরার সম্ভাবনা আছে। এখানে আরেকটি অভিনব পদ্ধতি কাজে লাগান অবৈধ বাইক ক্রেতারা। ইচ্ছাকৃতভাবে থানায় জব্দ করানো হয় বাইকটিকে। পরে নিলামে উঠলে নিজেই সে গাড়িটি কিনে বৈধ কাগজ করার সুযোগ থাকে।

এ ব্যাপারে বিশ^বিদ্যালয়ের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা সুদীপ্ত শাহিন বলেন, ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে যেন বহিরাগতদের মোটরসাইকেল ঢুকতে না পারে সেজন্য প্রবেশ পথগুলোতে সিকিউরিটি গার্ডরা থাকে। বাইরে থেকে ঢুকতে চাইলে আমরা বাধা দেই, বহিরাগতদের জিজ্ঞাসাবাদ করি। কিন্তু ক্যাম্পাসের ছাত্ররা আমাদের গার্ডদের সাথে বাজে ব্যবহার করে, গালিগালাজ করে। এজন্য অনেক সময় কিছু করা যায় না।

প্রক্টর আ স ম ফিরোজ উল হাসান বলেন, অবৈধ বাইক ধরা তো আমাদের কাজ না। আমরা তো আর পুলিশ না যে বসে বসে এসব গাড়ি শনাক্ত করব।

সামগ্রিক ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নূরুল আলম বলেন, বিশ^বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে আমাদের প্রশাসন নিজে উদ্যোগী হয়ে তাদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করছে। দুর্ঘটনা রোধে প্রধান সড়কে গতিরোধক নির্মাণের উদ্যোগ নিচ্ছি। আমাদেরও তো কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এজন্য অবৈধ মোটরসাইকেলগুলো বন্ধ করা যাচ্ছে না।